কুষ্টিয়ায় যাত্রীবাহী ট্রেনে এলএসডি ও জুয়েলারি উদ্ধার

কুষ্টিয়া কোর্ট রেলস্টেশনে যাত্রীবাহী ট্রেনে তল্লাশি চালিয়ে ৪ কোটি ১৮ লাখ টাকার মাদকদ্রব্য লাইসার্জিক অ্যাসিড ডাইইথ্যালামাইড (এলএসডি) ও ভারতীয় সিটি গোল্ড জুয়েলারি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-৪৭।

বিজিবি-৪৭ এর পক্ষ থেকে বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

মঙ্গলবার (১৫ এপ্রিল) বিকেল ৪টা ২০ মিনিটে কুষ্টিয়া শহরের কোর্ট রেলস্টেশনে পৌঁছালে ঢাকাগামী বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে তল্লাশি চালায় বিজিবির একটি বিশেষ টহল দল। এতে উদ্ধার হয় ৫০ এমএল পরিমাপের ৮ বোতল ভারতীয় এলএসডি এবং ৯৪৮ পিস সিটি গোল্ডের গহনা। উদ্ধারকৃত মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য ৪ কোটি ১৮ লাখ ১০ হাজার ১০০ টাকা।

বিজিবি-৪৭ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. মাহবুব মুর্শেদ রহমান জানান, বেনাপোল থেকে ঢাকাগামী ট্রেনে মাদক ও জুয়েলারির একটি বড় চালান যাচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে টহল দল কোর্ট স্টেশনে অবস্থান নেয় এবং ট্রেনটি পৌঁছালে তল্লাশি চালিয়ে এসব সামগ্রী উদ্ধার করা হয়।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক্টর চালক নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় হুসাইন ওরফে ভোলা (২০) নামে এক মাটি বোঝাই ট্রাক্টরের চালক নিহত হয়েছেন। এতে দুমড়ে-

মুচড়ে গেছে ট্রাক্টরটি।

গতকাল শুক্রবার রাত ১২টার দিকে কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর রেল স্টেশনের দুই শ’ গজ দূরে সোয়াদী গ্রামের রেলগেটে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার রাত ১২টার দিকে সোয়াদী গ্রাম থেকে ট্রাক্টর চালিত ট্রলিতে মাটি বোঝাই করে সাফদারপুরের দিকে যাচ্ছিলেন চালক হুসাইন। সে সময় সোয়াদী গ্রামের রেলগেট পার হওয়ার সময় রেললাইনের ওপর ট্রাক্টরটি বিকল হয়ে যায়। ঠিক তখনই খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনটি ট্রাক্টরটিকে ধাক্কা দেয়। এতে বিকল হয়ে থাকা ট্রাক্টরটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই চালক হুসাইন মারা যান।

নিহত হুসাইন চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার গয়েরপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে।

তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ, গেটম্যান ডিউটিতে না থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। কোটচাঁদপুর রেল স্টেশন মাস্টার গোলাম রসুল জানান, “লাইন ক্লিয়ার দেওয়ার পর ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ পর একটি বিকট শব্দ শুনতে পাই। শব্দ শুনে স্থানীয় মানুষ জড়ো হতে থাকেন, আমরাও গিয়ে দেখি ট্রেনের ধাক্কায় ট্রাক্টরটি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। ঘটনাস্থলেই ট্রাক্টর চালকের মৃত্যু হয়। বিষয়টি রেলওয়ে পুলিশকে জানানো হয়েছে।”

কুষ্টিয়ায় ট্রেন থেকে এক কেজি হিরোইন জব্দ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে এবার ট্রেনে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন এক কেজি হিরোইন জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭বিজিবি) সদস্যরা। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায় নি।

বৃহস্পতিবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কুষ্টিয়া (৪৭ বিজিবি) ব্যাটালিয়ন

অধিনায়ক লেফটন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মোর্শেদ রহমান পিএসসি এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে খুলনাগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়কের সার্বিক নির্দশনায় ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহল দল মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন ভারতীয় এক কেজি গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়। এ ব্যাপারে পোড়াদহ রেলওয়ে (জিআরপি) থানায় সাধারণ ডায়েরি করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এর আগে ৩০ মে কুষ্টিয়ায় ট্রেনের মধ্যে থেকে ২ কেজি ৫শ গ্রাম কোকেন জব্দ করে বিজিবি সদস্যরা। রাজশাহী থেকে খুলনাগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সদরের বিশেষ টহল দল মাদক ও চোরাচালান বিরাধী অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় এ কোকেন জব্দ করে।

দর্শনা-চিলাহাটি রুটে চলছে সক্ষমতার চেয়ে বেশি ট্রেন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে নীলফামারীর চিলাহাটি পর্যন্ত রেলপথটি বেশ পুরনো। প্রতিদিনই এ পথে চলাচল করছে সক্ষমতার চেয়েও বেশি ট্রেন। অন্যদিকে ব্যস্ত এ রেলপথ ব্যবহার করেই পশ্চিমবঙ্গের গেদে থেকে ভুটান সীমান্তবর্তী ডালগাঁও পর্যন্ত নিজেদের ট্রেন পরিচালনার সুযোগ পাচ্ছে ভারত।

নয়াদিল্লির হায়দরাবাদ হাউজে গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ নিয়ে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়। এরপর সংবাদ সম্মেলনে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব বিনয় মোহন কোয়াত্রা বাংলাদেশের রেলপথ ব্যবহারের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। তিনি জানান, বাংলাদেশ রেলওয়ের পথ ব্যবহার করে গেদে-দর্শনা থেকে হলদিবাড়ি-চিলাহাটি ক্রসবর্ডার ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট পর্যন্ত একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ট্রায়াল চালানো হবে। আগামী মাসে কোনো এক সময়ের জন্য

এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর এটি ভুটানের সঙ্গে উপ-আঞ্চলিক সংযোগে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ছয়টি সেকশনের মধ্যে পড়েছে দর্শনা থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত রেলপথটি। সেকশনগুলো হলো দর্শনা-পোড়াদহ, পোড়াদহ-ঈশ্বরদী, ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর, আব্দুলপুর-সান্তাহার, সান্তাহার-পার্বতীপুর ও পার্বতীপুর-চিলাহাটি। রেলওয়ের সর্বশেষ ৫৩তম ওয়ার্কিং টাইম টেবিল বইয়ের তথ্য অনুযায়ী, আব্দুলপুর-সান্তাহার ও সান্তাহার-পার্বতীপুরে বর্তমানে রেলপথের যে সক্ষমতা তার চেয়ে অতিরিক্ত ১৪টি ট্রেন চলছে। আর সক্ষমতার চেয়ে একটি ট্রেন বেশি চলছে পার্বতীপুর-চিলাহাটি সেকশনে।

যদি ভারতের মালবাহী ট্রেনগুলো বাংলাদেশের রেলপথের দুর্বল অংশগুলোয় গতি কমিয়ে চলে, তাহলে বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়ার শঙ্কা রয়েছে।’ এমন প্রেক্ষাপটে ভারতকে ট্রেন চালানোর অনুমতি দেয়ার আগে বিষয়গুলো যথাযথভাবে যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন এ বিশেষজ্ঞ।

দর্শনা-চিলাহাটি রুটে শুধু যে সক্ষমতার বেশি ট্রেন চলছে তা-ই নয়, এ পথে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেনের চাহিদাও ক্রমবর্ধমান। তাই ট্রেনের সংখ্যাও প্রতিনিয়ত বাড়ছে। রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ রুটের সবচেয়ে ব্যস্ততম সেকশন হলো ঈশ্বরদী-আব্দুলপুর। ২০১৭-১৮ অর্থবছর এ সেকশনে প্রতিদিন গড়ে ৪০টি যাত্রীবাহী ট্রেন ও দুটি মালবাহী ট্রেন চলাচল করেছে। ট্রেনগুলো প্রতিদিন গড়ে ৫১৫টি কোচ, ৮০টি ওয়াগন ব্যবহার করেছে। এর পরের অর্থবছরে সেকশনটিতে প্রতিদিন চলাচল করা যাত্রীবাহী ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১টিতে। একই সময়ে যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেনের চাহিদা বেড়েছে দর্শনা-চিলাহাটি রুটের অন্য সেকশনগুলোয়ও।

রেলপথের সক্ষমতার চেয়ে বেশি ট্রেন চলায় এবং ক্রমাগত পণ্য ও যাত্রীবাহী ট্রেনের চাহিদা বাড়তে থাকায় দর্শনা-চিলাহাটির রেলপথটির ওপর এরই মধ্যে বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের একাধিক কর্মকর্তা। এমন প্রেক্ষাপটে তাদের শঙ্কা, বিদ্যমান অবকাঠামোর উন্নতি না করে ভারতের ট্রেন চলাচলের সুযোগ দিলে এ চাপ আরো বাড়বে।

বাংলাদেশ ট্রান্স-এশিয়ান রেলপথে যুক্ত হোক কিংবা ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দিক, বিনিময়ে বাংলাদেশ যেন মুনাফার ন্যায্য ভাগ

পায়, সেদিকে নজর দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ড. হাদিউজ্জামান বলেন, ‘বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ভারত ট্রেন পরিচালনা করলে তাদের দূরত্ব অনেকটাই কমে যাবে। তাদের পণ্য সরবরাহ সক্ষমতা বাড়বে। পণ্য পরিবহনের ব্যয় কমবে। ভারতের এ লাভ-ক্ষতির হিসাবটাও আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে।’

চুয়াডাঙ্গায় সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল, যাত্রীদের ৪ ঘন্টা দূর্ভোগ

চুয়াডাঙ্গায় রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় প্রচন্ড গরম যাত্রীদের ৪ ঘন্টা চরম দূর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে প্রায় ২ কিলামিটার দুর বুধবার সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে ট্রেনটি পৌছালে সেখানই ইঞ্জিনটি বিকল হয়ে যায়। টানা ৪ ঘন্টা পর এদিন বেলা ১২ টার দিকে খুলনা থেকে ইঞ্জিন নিয়ে এসে ট্রেনটি নিয়ে যাওয়া হয়। এ এসময় ফাঁকা জায়গায় প্রচন্ড গরমে যাত্রীরা দূর্ভোগে পড়েছিল।

ট্রেনের লোকা মাস্টার জাহিদুল ইসলাম জানান, হঠাৎ করে ইঞ্জিনে শক্তি না পাওয়ায় সেটা বিকল হয়ে পড়ে। এতে সাময়িক সময় ইঞ্জিন বন্ধ কর রাখা হয়। ঊর্ধতন কর্মকর্তাদের বিষয়িটে জানোনা হয়েছে। খুলনা থেকে বিকল্প ট্রেন ইঞ্জিন আসা মাত্র ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে।

চুয়াডাঙ্গা স্টেশন মাস্টার মিজানুর রহমান জানান, ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হওয়ায় যাত্রীদর সাময়িক দূর্ভোগ হয়েছে।। তব,অন্যান্য ট্রন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছ। খুলনা থেকে ট্রেন ইঞ্জিন আসার পর ট্রনটি ছেড়ে গেছে।

কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ফাহাদ হাসান (১৩) নামের এক স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থী কোটচাঁদপুর উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে ও স্থানীয় এলাঙ্গী মফেজ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির পাশের রেলক্রসিং পার হতে গেলে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনটি তাকে ধাক্কা দেয়। ট্রেনের ধাক্কায় মোটরসাইকেল ছিন্নভিন্ন ও ফাহাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এলাঙ্গী মফেজ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) রবিউল ইসলাম জানান, ফাহাদ হাসান সকালে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ির পাশে রেলক্রসিং পার হয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। সে মোটরসাইকেল নিয়ে রেললাইনের উপর গেলে দ্রুতগামি ট্রেনটি তাকে ধাক্কা দেয়।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, স্কুল শিক্ষার্থী ফাহাদ সকালে একটি ডিসকভারি-১০০ মোটরসাইকেল নিয়ে রেললাইনের উপর গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মরদেহ গ্রামবাসি তার বাড়িতে নিয়ে গেছে। এখন রেলওয়ে যশোর থানার পুলিশ মরদেহ সুরতহালের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে যোগ করেন ওসি।

‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’ নিয়ম থেকে সরে এল রেল

ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হাত বদলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলো বাংলাদেশ রেলওয়ে। গত রবিবার থেকে এই ব্যবস্থা চালুর পর বিড়ম্বনায় পড়তে শুরু করেন যাত্রীরা। যাত্রীদের সুবিধার কথা ভেবে চার দিনের মাথায় এসে এই কড়াকড়ি শিথিল করলো রেলওয়ে।

আজ বৃহস্পতিবার রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ তথ্য কর্মকর্তা শরিফুল আলম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত গণবিজ্ঞপ্তিতে রেলওয়েতে ভ্রমণকারী সম্মানিত যাত্রীসাধারণের ভ্রমণের সময় জাতীয় পরিচয়পত্রসহ ভ্রমণের কথা বলা হয়।

কিন্তু বর্তমানে যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বাধ্যতামূলক জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদর্শন করার বিষয়টি এতদ্বারা শিথিল করা হলো এবং এক আইডি কার্ডে পরিবারের সর্বোচ্চ চারজন সদস্যের টিকেট ক্রয় ও ট্রেন ভ্রমণ করা যাবে।

এর আগে গত ১৩ আগস্ট এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ট্রেনে ভ্রমণের জন্য ক্রয়কৃত টিকিট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকিট হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি কেবল মাত্র যে ব্যক্তি বা যাত্রীর ভ্রমণের জন্য প্রদান করা হবে সেই ব্যক্তি এবং সুনির্দিষ্টভাবে যে সকল স্থানে বা মধ্যে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করা হবে সেই স্থানসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য হবে।

যদি কোন ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণের নিজ টিকেট, রিটার্ন টিকেট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদী টিকেট কারো নিকট হস্তান্তর বা বিক্রয় করে তাহলে উক্তরূপ বিক্রেতা তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে অথবা অর্থদন্ড অথবা উভয় প্রকারের দন্ডে দন্ডিত হবে।

অনুরূপভাবে টিকেটের ক্রেতা অন্যের টিকিট ব্যবহার করলে অথবা ব্যবহার করার চেষ্টা করলে তাকে একবার একক ভ্রমণের সমান অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য দণ্ডিত করা হবে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

একজনের টিকিটে অন্য কেউ ট্রেন ভ্রমণ করলেই দণ্ড

ট্রেন ভ্রমণের জন্য কেনা টিকিট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের টিকিট হস্তান্তরযোগ্য নয়। এটি কেবল যে ব্যক্তি বা যাত্রীর ভ্রমণের জন্য দেওয়া হবে সেই ব্যক্তিই ভ্রমণ করতে পারবেন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। টিকিটে সুনির্দিষ্টভাবে যে স্থান বা যে স্থানের মধ্যে ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে কেবল সেই স্থানসমূহের মধ্যেই বিষয়টি প্রযোজ্য হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ট্রেনে ভ্রমণের নিজের টিকেট, রিটার্ন টিকিট অথবা নির্দিষ্ট মেয়াদের টিকেট কারো কাছে হস্তান্তর বা বিক্রি করে তবে ওই বিক্রেতা তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড দণ্ডিত হবেন অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকারের দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একইভাবে টিকিটের ক্রেতা অন্যের টিকিট ব্যবহার করলে অথবা ব্যবহারের চেষ্টা করলে তিনি একবার একক ভ্রমণের সমান অতিরিক্ত ভাড়ার জন্য দণ্ডিত হবেন।

দণ্ড এড়াতে অনলাইন অথবা মোবাইল অ্যাপ থেকে নিজে টিকেট কিনে ট্রেন ভ্রমণ করতে এবং অন্যের নামে কেনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ জানানো হয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে।

জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া রেল ভ্রমণ করা যাবে না

বিনা টিকিটে কিংবা জাল টিকিটে ট্রেন জার্নির দিন শেষ হতে চললো।

রেল ভ্রমণের জন্য টিকেট কাটার নতুন পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। নতুন নিয়মে জাতীয় পরিচয়পত্র ছাড়া টিকেট কেনা যাবে না। ফলে জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে পরিচিতি নিশ্চিত করা না গেলে আর রেল-ভ্রমণ করা যাবে না।

সোমবার ২৭ জুলাই এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়। অক্টোবরের শেষ নাগাদ নতুন এ নিয়ম চালু হবে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর মিলন।

রেলওয়ে বলছে, টিকেট কালোবাজারি বন্ধ এবং ভ্রমণের সময় যাত্রীর পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য এ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নতুন পরিকল্পনায় একজন যাত্রীকে রেলওয়ের ওয়েবসাইটে নিজের ন্যাশনাল আইডি কার্ড অর্থাৎ জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তার ফলে একজন ব্যক্তি রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথে তার ছবি এবং পরিচিতি যেটা জাতীয় পরিচয়পত্র সার্ভারে দেয়া আছে, সেটা রেলের সার্ভারে চলে আসবে।

এজন্য রেলওয়ে মন্ত্রণালয় অগাস্ট মাসে নির্বাচন কমিশনের আওতায় জাতীয় পরিচয়পত্র প্রকল্পের সঙ্গে রেলওয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত সচিব মাহবুব কবীর।

এখন রেলওয়ের টিকেট কাটার অ্যাপসে যারা আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নতুন ব্যবস্থায় যুক্ত হয়ে যাবেন। তাদের নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না। নতুন ব্যবস্থার একটি নামকরণ করেছে রেলওয়ে–‘টিকিট যার, ভ্রমণ তার’।

মাহবুব কবীর বলেন, ‘নতুন নিয়মে একজন যাত্রী তার রেজিস্ট্রেশন করা আইডি থেকে নিজের নামে বা পরিবার বা বন্ধু অর্থাৎ যারা তার ভ্রমণসঙ্গী হবেন – তাদের নামে চারটি পর্যন্ত টিকেট কাটতে পারবেন। যাত্রাকালে ট্রেনে চেকার তার কাছে থাকা স্মার্টফোন বা ট্যাবে রেলের সার্ভারে থাকা যাত্রীর নাম-পরিচয়ের সঙ্গে টিকেটে থাকা নাম-পরিচয় মিলিয়ে দেখবেন, অর্থাৎ যার নামে টিকেট তাকে ভ্রমণ করতে হবে, এবং যাত্রাকালে ‘অন বোর্ড’ নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।’

এতে যাত্রীর স্মার্টফোন থাকার প্রয়োজন নেই, কিংবা তাকে জাতীয় পরিচয়পত্রও বহন করতে হবে না। তবে যাদের এনআইডি নেই- তাদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা হবে?

জবাবে তিনি বলেছেন, ‘এখন তো ১৬ বছর বয়সী পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৪ সালে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের পর্যন্ত তথ্য আছে। ওই বয়স পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলেও একটি রেজিস্টার্ড আইডি নম্বর থাকে, সেটি দিয়ে তারা টিকেট কাটতে পারবে।’

কিন্তু ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কী হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, যেহেতু ১২ বছর বয়স হলেই রেলের টিকেট কাটা যায়, সে ক্ষেত্রে রেলওয়ের পরিকল্পনা হচ্ছে জন্ম সনদ দিয়ে টিকেট কাটার ব্যবস্থা করা। অনেক সময় ভাসমান বিভিন্ন পেশায় থাকা নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ যাদের এনআইডি নাই, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে তারা আর রেল ভ্রমণ করতে পারবেন না।

মাহবুব কবীর বলেছেন, এখন দুই-একটি ধাপে পাইলট করে অক্টোবরের শেষ নাগাদ এই ব্যবস্থা চালু করে দেয়া যাবে।

অনলাইন রিফান্ড

আগামী অগাস্টের মাঝামাঝি চালু হবে নতুন এ ব্যবস্থা। এর ফলে একজন যাত্রী অনলাইনে টিকেট কাটার পর যদি সেটি পরিবর্তন করেন বা যাত্রা বাতিল করতে চান, তাহলে তিনি টিকেট ফেরত দিয়ে অনলাইনেই অর্থ ফেরত পাবেন। এখন টিকেট ফেরতের অর্থ পেতে একজন যাত্রীকে কাউন্টারে আসতে হয়।

রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, এটিও রেলওয়ে টিকেটিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের একটি অংশ। এছাড়া ট্রেন স্টেশনগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার পরিকল্পনা করছে মন্ত্রণালয়, যাতে টিকেট ছাড়া কেউ স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে।

মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রেলের স্ট্যান্ডিং টিকেট দেয়া বন্ধ করা হয়েছে। সূত্র: বিবিসি বাংলা